প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ন্যাপ প্রণয়নে অদক্ষতা এবং অস্বচ্ছতা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হবে

আজ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২১ বুধবার সকাল ১০.৩০ টায় ব্র্যাক সেন্টার, মহাখালী, ঢাকা'র কনফারেন্স হলে সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি) - এর আয়োজনে এবং অ্যাওসেড, ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, সিসিবিভিও, ডিয়াকোনিয়া এবং এসডিএস এর সহযোগিতায় **জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় অঞ্চলভিত্তিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ের অংশীজন সংলাপ** অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলে (**উপকূলীয় অঞ্চল, নদী-ভাঙ্গন প্রবণ অঞ্চল, খরাপ্রবণ অঞ্চল**) সিপিআরডি এবং তার পার্টনার সংগঠনসমূহ কতৃক পরিচালিত অধিপরামর্শ সভায় প্রাপ্ত পরামর্শ, প্রস্তাবনা ও উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী- এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বিসিএএস। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিপিআরডি'র প্রধান নির্বাহী, জনাব মো: শামছুদ্দোহা।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ সংবাদিক ফোরামের সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম চৌধুরী, পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের উপসচিব জনাব ধরিত্রী কুমার সরকার, এ.কে.এম. আজাদ রহমান, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, ইউএনডিপি, পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফজলে রাব্বী সাদেক আহমেদ, গহর নইম ওয়ারা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, খোদেজা বেগম, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডিয়াকোনিয়া, দিলরুবা হায়দার, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, ইউএন উইমেন, সিনিয়র সাংবাদি জনাব নিখল চন্দ্র ভদ্র, এছাড়া সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকগণ অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজক সংগঠনগুলোর পক্ষে অ্যাওসেড এর নির্বাহী পরিচালক জনাব শামীম আরফীন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ তুলে ধরেন এবং অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিভিন্ন প্রস্তাবনা জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য উপস্থাপন করেন, এসডিএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাবা রাবেয়া বেগম বাংলাদেশের নদী-ভাঙ্গন প্রবণ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং এর অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিভিন্ন প্রস্তাবনা জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য উপস্থাপন করেন এবং সিসিবিভিও এর রিপোর্টিং এবং ডকুমেন্টেশন অফিসার জনাব প্রদিপ মার্ডি বাংলাদেশের খরাপ্রবণ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং এর অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিভিন্ন প্রস্তাবনা জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরনের জন্য উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী- এমপি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয়না, কিন্তু স্বাধীনতার মূল আকাঙ্খার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই আমাদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে আর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি যথাযথ ন্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই সুতরাং ন্যাপ আমাদের জাতীয় জীবনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন আমরা অতীতেও অনেক ডকুমেন্ট প্রস্তুত করেছি, এখন আমাদের প্রয়োজন অতীতের সফলতা এবং ব্যর্থতা গুলোর সঠিক মূল্যায়ন করা এবং আমাদেরকে অতীতের ব্যর্থতাগুলো থেকে অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে, নাহলে ন্যাপ কখনোই সফল হবে না। তিনি আরও বলেন ন্যাপকে অবশ্যই একটি 'লিভিং ডকুমেন্ট' হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করতে হবে। আজকের এই 'অংশীজন সংলাপ' এবং সিপিআরডির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনিত উপাত্ত এবং প্রস্তাবনাগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হতে পারে। ন্যাপ প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি বটম-আপ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন আমরা সকলেই চাচ্ছি একটি অংশগ্রহণমূলক এবং যথাযথ ন্যাপ, সকল আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে আমরা সঠিক পথেই আছি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব আতিক রহমান বলেন ন্যাপ প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়াটি আগামী ২০২২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ হবার সম্ভাবনা আছে। ন্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অঞ্চলগুলোর নিজস্ব বাস্তবতা

বিবেচনায় নিতে হবে। বাংলাদেশ একটি উপকূলীয় দেশ, ফলে দেশের সব অঞ্চলেই জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন সুশাসন শুধুমাত্র দুর্নীতি বন্ধ করাই না, একইসাথে সঠিক সময়ে সঠিক নীতি প্রণয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নও সুশাসনের অংশ। ন্যাপ প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে বলে তিনি তাগিদ দেন।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে জনাব মো: শামছুদ্দোহা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা ও অভিযোজন কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan-NAP) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। UNFCCC এর নির্দেশিত গাইডলাইন অনুসারে NAP তৈরির প্রক্রিয়াটি অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ হতে হবে এবং পরিকল্পনাটি নারী, আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ঝুঁকি ও একইসাথে স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত হতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর এবং বিভিন্ন অংশীজনের যথাযথ অংশগ্রহণ ছাড়া NAP প্রণয়ন করা হলে পরিকল্পনাটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সব ধরনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে কাজ করার আহবান জানান।

জনাব শামছুদ্দোহা আরও বলেন, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রকল্পসমূহের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, NAP এর ক্ষেত্রেও এই শঙ্কাটি থেকেই যায়। কাজেই NAP প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, জনপ্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোজন করবারও একটি সীমা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের কার্যকর উপায় কার্বন নির্গমন হ্রাসকরণের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগ ও বিশ্বসম্প্রদায়কে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। পূর্বের মতই NAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটিতেও সিপিআরডি ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর মতামত উপস্থাপন, গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও বিভিন্ন পাবলিকেশন এবং নীতিনির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় জ্ঞাননির্ভর সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব কামরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে একটি যথাযথ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়া বাচাঁর পথ নেই। ন্যাপ ডকুমেন্টটি যেন জুতসই এবং উন্নত হয় সে বিষয়টিতে সবার আগে মনযোগ দিতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ন্যাপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই লোকায়ত জ্ঞানকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষের অভিজ্ঞতাটিকে গুরুত্বদিতে হবে।

জনাব ধরিত্রী কুমার সরকার বলেন, আপনারা দেশের তিনটি অঞ্চলের মানুষের সমস্যাগুলো তুলে এনেছেন এবং এই তিনটি অঞ্চলই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অঞ্চল। আমি বাস্তবায়নকারি কতৃপক্ষের একজন হিসাবে বলতে পারি আপনাদের এই চমৎকার কাজটি ন্যাপ প্রণয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অনেক বড় সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং এই কাজের প্রতিফলনও ন্যাপে হবে বলে আশাকরি।